যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১১৭০

১/ বিবিধ

আরবী

إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليترقبوا عند ذلك ريحا حمراء أوخسفا أومسخا

ضعيف الإسناد

أخرجه الترمذي (2/33) والخطيب (3/158) ، من طريق الفرج بن فضالة الشامي عن

يحيى بن سعيد عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب مرفوعا. وقال

" حديث غريب، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه

قلت: وفي ترجمته من " الميزان

" وقال البرقاني: سألت الدارقطني عن حديثه هذا؟ فقال: باطل، فقلت من فرج؟

قال: نعم، ومحمد هو ابن الحنفية

وفي " فيض القدير

وقال العراقي والمنذري: ضعيف لضعف فرج بن فضالة. وقال الذهبي: منكر

وقال ابن الجوزي: مقطوع واه لا يحل الاحتجاج به

قلت: وقد رواه الفرج بإسناد آخر بزيادات كثيرة فيه، وهو الآتي بعده

বাংলা

১১৭০। আমার উম্মাত যখন পনেরোটি মন্দ চরিত্রের সাথে জড়িত হবে তখন তাদের উপর বিপদ নেমে আসবে। কারো পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হলোঃ হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেনঃ গানীমাত যখন একটি সম্প্রদায়ের মাঝেই ঘুরপাক করবে অথবা দরিদ্রদের প্রাপ্যকে ধনী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন নিজেদের মাঝে বন্টন করবে, রক্ষিত আমানাতকে যখন গানীমাত মনে করে নিজের সম্পদ ভেবে নেয়া হবে, যাকাত বের করাকে যখন মুশকিল মনে করা হবে, স্বামী যখন তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে আর তার মায়ের অবাধ্য হবে, তার বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করবে আর পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করবে, মসজিদসমূহে উঁচু আওয়াজে কথা বলা হবে, সম্প্রদায়ের নিম্ন শ্রেণীর লোক যখন নেতৃত্বদানকারী হবে, কোন ব্যক্তির অনিষ্টতার ভয়ে যখন তাকে সম্মান করা হবে, মদ্য পান করা হবে, রেশমী কাপড় পরিধান করা হবে, নর্তকী বা গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হবে এবং এ উম্মাতের শেষের লোকেরা যখন প্রথম যুগের লোকদের অভিশাপ দিবে সে সময় তারা যেন লাল বায়ু অথবা ভূমি ধস এবং মানুষের রূপ (আকৃতি) পরিবর্তনের অপেক্ষা করে।

হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (২২১০) ও খাতীব বাগদাদী (৩/১৫৮) ফারাজ ইবনু ফুজালা আশ-শামী সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আলী হতে, তিনি আলী ইবনু আবী তালেব হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি গারীব। কোন কোন মুহাদ্দিস ফারাজ ইবনু ফুজালার সমালোচনা করেছেন এবং তাকে তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

“আল-মীযান” গ্রন্থে তার জীবনীতে এসেছেঃ বারকানী বলেনঃ আমি দারাকুতনীকে তার এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেনঃ হাদীসটি বাতিল। আমি বললামঃ ফারাজের কারণে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আর সনদের আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়াহ।

"ফয়জুল কাদীর" গ্রন্থে এসেছে হাফিয ইরাকী এবং মুনযেরী বলেনঃ হাদিসটি দুর্বল ফারাজ ইবনু ফুজালা দুর্বল হওয়ার কারণে। হাফিয যাহাবী বলেনঃ হাদীসটি মুনকার। ইবনুল জাওযী বলেনঃ হাদীসটি মাকতু খুবই দুর্বল, এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটিকে ফারাজ অন্য সনদে অনেক বেশী কিছু সহকারে বর্ণনা করেছেন সেটি হচ্ছে আগত হাদীসটি।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72049

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন